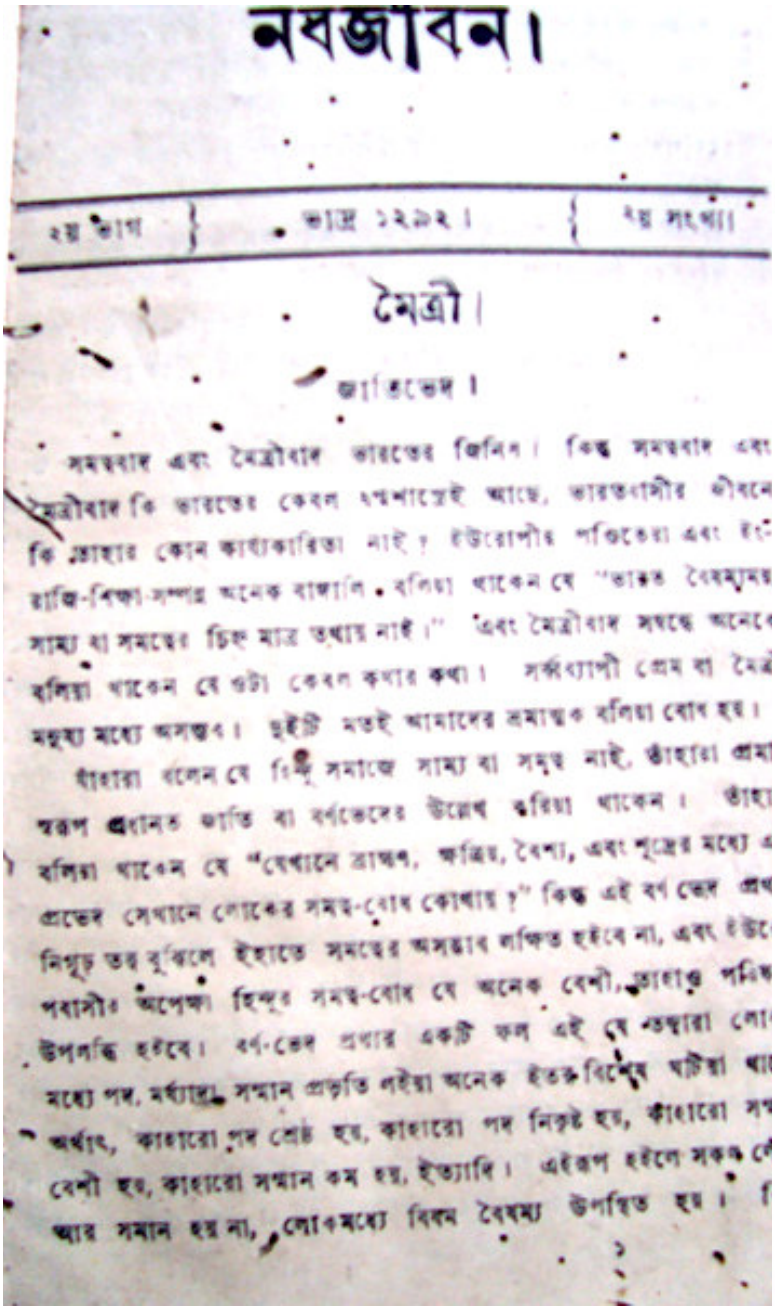

নবজীবন।

২য় ভাগ } ভাদ্র ১২৯২। { ২য় সংখ্যা।

মৈত্রী।

জাতিভেদ।

সমত্ববাদ এবং মৈত্রীবাদ ভারতের জিনিস। কিন্তু সমত্ববাদ এবং
মৈত্রীবাদ কি ভারতের কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রেই আছে, ভারতবাসীর জীবনে
কি তাহার কোন কার্য্যকারিতা নাই? ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এবং ইং-
রাজি-শিক্ষা-সম্পন্ন অনেক বাঙ্গালি বলিয়া থাকেন যে "ভারত বৈষম্যময়
সাম্য বা সমত্বের চিহ্ন মাত্র তথায় নাই।" এবং মৈত্রীবাদ সম্বন্ধে অনেকে
বলিয়া থাকেন যে ওটা কেবল কথার কথা। সর্ব্বব্যাপী প্রেম বা মৈ
মনুষ্য মধ্যে অসম্ভব। দুইটি মতই আমাদের ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়।

যাঁহারা বলেন যে হিন্দু সমাজে সাম্য বা সমত্ব নাই, তাঁহারা প্রমা
স্বরূপ প্রধানত জাতি বা বর্ণভেদের উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহা
বলিয়া থাকেন যে "যেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এবং শূদ্রের মধ্যে এ
প্রভেদ সেখানে লোকের সমত্ব-বোধ কোথায়?" কিন্তু এই বর্ণ ভেদ প্রথ
নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিলে ইহাতে সমত্বের অসদ্ভাব লক্ষিত হইবে না, এবং ইউরে
পদ্মাসীর অপেক্ষা হিন্দুর সমত্ব-বোধ যে অনেক বেশী, তাহাও পরি
উপলব্ধি হইবে। বর্ণ-ভেদ প্রথার একটি ফল এই যে এতদ্বারা লো
মধ্যে পদ, মর্য্যাদা, সম্মান প্রভৃতি লইয়া অনেক ইতরবিশেষ ঘটিয়া থা
অর্থাৎ, কাহারো পদ শ্রেষ্ঠ হয়, কাহারো পদ নিকৃষ্ট হয়, কাহারো সম
বেশী হয়, কাহারো সম্মান কম হয়, ইত্যাদি। এইরূপ হইলে সকল লো
আর সমান হয় না, লোকমধ্যে বিষম বৈষম্য উপস্থিত হয়।

১

নবজীবন।

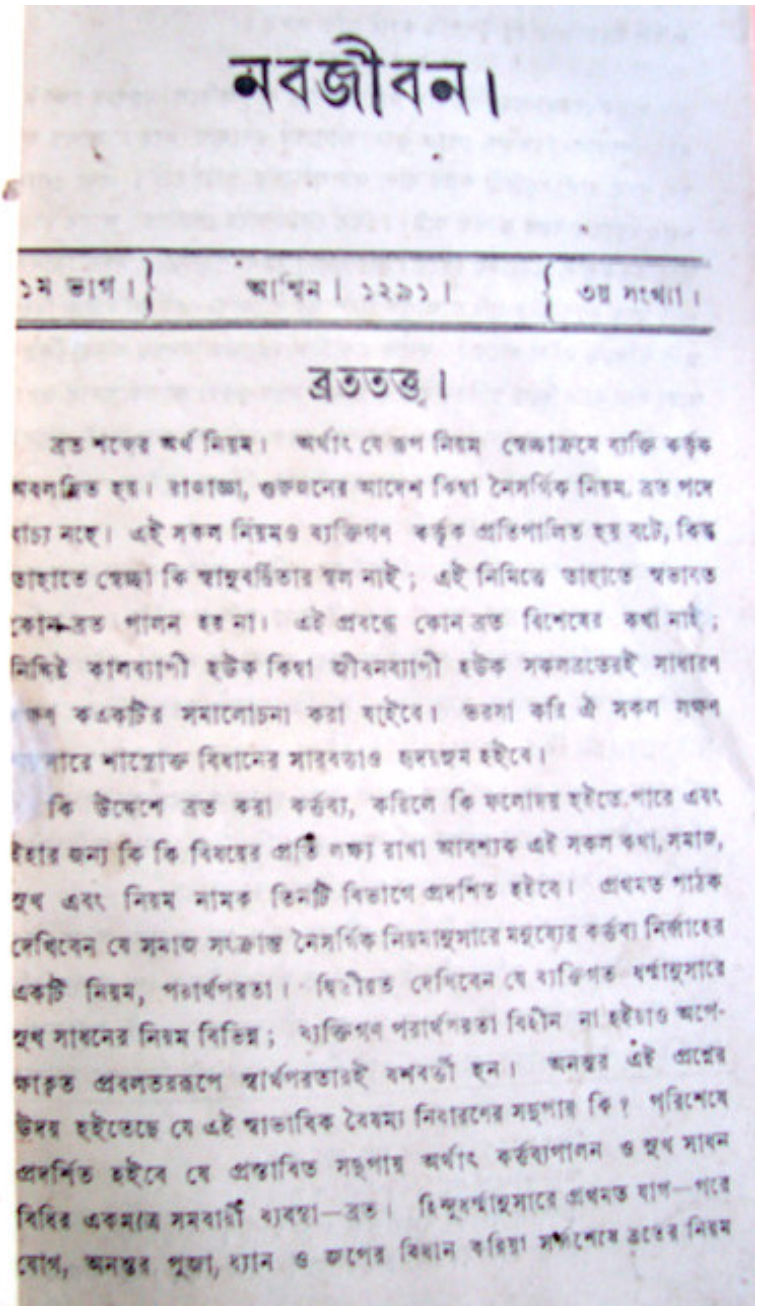

১ম ভাগ। } আশ্বিন। ১২৯১। { ৩য় সংখ্যা।

ব্রততত্ত্ব।

ব্রত শব্দের অর্থ নিয়ম। অর্থাৎ যে রূপ নিয়ম স্বেচ্ছাক্রমে ব্যক্তি কর্তৃক
অবলম্বিত হয়। রাজাজ্ঞা, গুরুজনের আদেশ কিম্বা নৈসর্গিক নিয়ম, ব্রত পদে
বাচ্য নহে। এই সকল নিয়মও ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রতিপালিত হয় বটে, কিন্তু
তাহাতে স্বেচ্ছা কি স্বাধীনতার স্থল নাই; এই নিমিত্ত তাহাতে স্বভাবত
কোন ব্রত পালন হয় না। এই প্রবন্ধে কোন ব্রত বিশেষের কথা নাই;
নির্দ্দিষ্ট কালব্যাপী হউক কিম্বা জীবনব্যাপী হউক সকল ব্রতেরই সাধারণ
লক্ষণ কএকটির সমালোচনা করা যাইবে। ভরসা করি ঐ সকল লক্ষণ
অনুসারে শাস্ত্রোক্ত বিধানের সারবত্তাও হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কি উদ্দেশে ব্রত করা কর্ত্তব্য, করিলে কি ফলোদয় হইতে পারে এবং
ইহার জন্য কি কি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক এই সকল কথা, সমাজ,
সুখ এবং নিয়ম নামক তিনটি বিভাগে প্রদর্শিত হইবে। প্রথমত পাঠক
দেখিবেন যে সমাজ সংক্রান্ত নৈসর্গিক নিয়মানুসারে মনুষ্যের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারের
একটি নিয়ম, পরার্থপরতা। দ্বিতীয়ত দেখিবেন যে ব্যক্তিগত ধর্ম্মানুসারে
সুখ সাধনের নিয়ম বিভিন্ন; ব্যক্তিগণ পরার্থপরতা বিহীন না হইয়াও অপে-
ক্ষাকৃত প্রবলতররূপে স্বার্থপরতারই বশবর্ত্তী হন। অনন্তর এই প্রশ্নের
উদয় হইতেছে যে এই স্বাভাবিক বৈষম্য নিবারণের সদুপায় কি? পরিশেষে
প্রদর্শিত হইবে যে প্রস্তাবিত সদুপায় অর্থাৎ কর্ত্তব্যপালন ও সুখ সাধন
বিবিধ একসময়ে সমবায়ী ব্যবস্থা—ব্রত। হিন্দুধর্ম্মানুসারে প্রথমত যাগ—পরে
যোগ, অনন্তর পূজা, ধ্যান ও জপের বিধান করিয়া সর্ব্বশেষে ব্রতের নিয়ম